

প্যারিসের চিঠি – ৩

ওয়াসিম খান পলাশ



বিষয় - প্যারিস ১৯৫০ সাল

১৯৫০ সালে প্যারিস নগরীকে বলা হতো ধোয়ার নগরী। সে সময় এই শহরে ছোট বড় অনেক ফ্যাক্টরী ছিল যেগুলো কয়লায় চলতো। মিল কারখানার এই কালো ধোয়া সমগ্র নগরীকে কালো ধোয়াচ্ছন্ন করে রাখতো। পরবর্তীতে এগুলো পরিবর্তন হতে থাকল। বিশেষ করে ফ্রান্সের পঞ্চম সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মসিও মালরোর সময় আস্তে আস্তে এগুলো অপসারণ করা হয়। পঞ্চাশ সালে প্যারিস সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে শুরু করছে। তখনো বিশ্বযুদ্ধকালীন বোমারিং এর অনেক স্মৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নগরীর পোট দো লা শাপেল এলাকায় ১৯৪৪ সালে জার্মান বাহিনীর বোমারিং এর স্মৃতি জনসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষণ করে রাখা আছে। তখন প্যারিস কি আসলেই বিশ্ব শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন তা হলেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। প্যারিস আসলে পঞ্চাশের অনেক আগে থেকেই একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আর্টিস্ট, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সমৃদ্ধতা প্যারিসকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। একটি শহর এমনি এমনি

এত সমৃদ্ধ হয় না। এর পিছনে পারীজিয়ানদের অধ্যবসায়, সাধনা, সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা কাজ করেছে।
ত্রিসমাস তাদের শিখিয়েছে মিষ্টভাষী হতে, আশ্বে ধিরে কোন কিছুতে দক্ষ হতে।

পঞ্চাশ দশকে প্যারিজিয়ানরা বেশ ইকোনমি ছিল। নিজেদের পড়ার জামা- কাপড় নিজেরা ঘরেই তৈরী
করতো। বিশেষ করে উলের পোশাকগুলো খুব অল্প খরচে বাসায় তৈরী করতো। শীতকালে মেয়েদের
কাজ ছিল উল কিনে এনে ঘরে বসে পোশাক তৈরী করা। সে সময়ের পোশাকগুলো ছিল বেশ টিলে ঢালা,
মার্জিত। পোশাকগুলো এমনভাবে তৈরী করা হতো যাতে শীত – গ্রীষ্ম দুই ঋতুতে ব্যবহার যায়।

খাবার দাবারের ক্ষেত্রে পারীজিয়ানরা খুবই সচেতন ছিল। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি পরিবারের সাপ্তাহিক ম্যেনু
টানানো থাকতো। শুনলে আশ্চর্য হবেন জেনে এদের ম্যেনুতে কখনো ভাত,জোলা থাকতো না। সপ্তাহে
একদিন ঘোড়ার মাংস, শুক্রবারে মাছ,রবিবারে মুরগীর রোস্ট। আর সাথে থাকতো ফ্রেশ ফ্রিত, কখনো
আলুর পুরে।

১৯৫০—১৯৫৫ সাল। পারীজিয়ানরা তখনো পরিবারের ছেলে মেয়ে সবাই মিলে একসাথে টেলিভিশন দেখার
অভ্যাস গড়ে উঠেনি। প্রায় ঘরেই রেডিও শুনতো। বিশেষ করে ছেলেদের সংবাদের প্রতি ঝোক ছিল
বেশী। বাইরের ক্যাফে বার থেকেও সবশেষ খবর জানি যেত।

পঞ্চাশের দশকে প্যারিসের বাসাগুলো ছিল **Wel Furnished** .প্রতিটি বাসায় ছিল গরম পানির ব্যবস্থা আর
আলাদা টয়লেট। বাথরুম, টয়লেটগুলো ছিল লাকজারিয়াস। রান্না ঘর ছিল **Wel Dacorated** .
কিচেনের চারিদিকে ছিল কাঠের তৈরী সুন্দর প্লাকাড দিয়ে সাজানো। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে
পারীজিয়ানদের ড্রয়িং রুম। এদের সবার ড্রইং রুম দুলভ আর্টিষ্টিক জিনিষ আর সুভেনীর দিয়ে সাজানো।
এরা যেমন পুরনো কৃষ্টি সংরক্ষন করে তেমনি লেটেস্ট কালেকশন এদের প্রথম পছন্দ। তাই তারা সারা
পৃথিবী ঘুরে বেరిয়েছে পুরাতনকৃষ্টি সংগ্রহ ও সংরক্ষনের জন্য। আবার নিজেরাই তৈরী করেছেন লেটেস্ট
কালেকশন। পারীজিয়ানরা এভাবেই প্যারিসকে গড় তুলেছেন।

চলবে -----

প্যারিস / 26/06/2008

polashsl@yahoo.com